143

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 14 FEB 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

জুন বা জুলাইয়ে ডাকসু নির্বাচনের সম্ভাবনা ॥

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আগামী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে ডাকসু নির্বাচনের ঘোষণা আসছে। জুন মাসের শেষ সপ্তাহ কিংবা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে। ক্যাম্পাস এখন ডাকসু নির্বাচনের গুঞ্জনে মুখর।

এ প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, একুশ উদযাপন পরিষদের আলোচনা অনুষ্ঠানে ছাত্র সংগঠনগুলো যে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে তাতে আমি আশাব্যঞ্জক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এখন অনেকটা কমে গেছে, দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীরা শ্রীঘরে যেতে বাধ্য হচ্ছে, সেশনজট কমে আসছে। ফলে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশও তৈরি হয়েছে।

উপাচার্য বলেন, একুশ উদযাপন পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ শহীদ মিনারে পুষ্প

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

জুন বা জুলাইয়ে

(প্রথম পাতার পর)

মাল্য অর্পণ করবেন, এরপরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবর্গ পুষ্পমাল্য অর্পণ করবেন। তারপর উপাচার্য ও শিক্ষকবৃন্দ পুষ্পমাল্য অর্পণ করবেন। সবশেষে প্রত্যেক ছাত্রসংগঠনের ১৫ জনের একটি দল পুষ্পমাল্য অর্পণ করবে। ডাকসু নেতৃবৃন্দ ডাকসুর ব্যানারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন আপত্তি নেই তবে উপাচার্য ডাকসুর সভাপতি হিসাবে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যাবেন না। কেন যাবেন না এ প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রীম অথরিটি সিন্ডিকেট বর্তমান ডাকসুকে অকার্যকর আখ্যায়িত করে ডাকসু ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছে। আমি সিন্ডিকেটের নির্দেশ অমান্য করে ডাকসুর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ফুল দিতে যেতে পারি না। ডাকসু সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের এক বছর পরে আসনসমূহ শূন্য হয়ে যাবে। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত পূর্বে সর্বশেষ নির্বাচনে নির্বাচিতরাই দায়িত্ব পালন করবে। ডাকসু সংবিধানের এই ধারা দু'টি পরস্পরবিরোধী হলেও অন্য একটি ধারায় বলা হয়েছে যে– যে সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ছাত্রত্ব থাকবে না সে সব আসনসমূহ শূন্য হয়ে যাবে। এ ধারা অনুযায়ী বর্তমান ডাকসুর সকল পদ শূন্য হয়ে আছে। এখন থেকে ৮ বছর আগে ১৯৯০ সালে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডাকসু প্রতিনিধিদের কেউ বিদেশে অবস্থান করছে, কেউ সরকারী চাকরি করছে, কোন কোন নেতা মূল দলের রাজনীতি করছে। তাদের কারোরই ছাত্রত্ব নেই। যে কারণে প্রকৃতপক্ষেই ডাকসুর সকল আসন এখন শূন্য। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অথরিটি সিন্ডিকেট ডাকসু ভাঙ্গার যে নির্দেশ দিয়েছে, উপাচার্য তা কোন ক্রমেই লঙ্ঘন করতে পারেন না। এখন শুধু ডাকসু ভাঙ্গার ঘোষণা দেয়ার বাকি। ডাকসু সভাপতি হিসাবে উপাচার্যকেই এ ঘোষণা দিতে হয়। মার্চ মাস নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা শেষ হলে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি উপাচার্য ডাকসু ভেঙ্গে দিতে পারেন বলে জানা গেছে।

ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে ডাকসু জি এস খাইরুল কবির খোকন বলেন, 'এখন এ পরিচয় দিতে লজ্জা লাগে। কারণ অনেক দিন আগেই ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমরা বার বার কর্তৃপক্ষকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছি কিন্তু কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাত কারণেই আয়োজন করছে না। এ প্রসঙ্গে ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, 'আমরা কখনই ডাকসু নির্বাচনের বিপক্ষে নই, আমরাও নির্বাচন চাই তবে কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে নির্বাচন সম্ভব নয়।' ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, 'বর্তমান ডাকসু যে মৃত তা কোন নতুন কথা নয়, ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে ডাকসু নির্বাচন এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রাণের দাবি।